জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 28th July. 1954 | ১১শ সংখ্যা

'সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮১ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস : ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬১ সাল

যুদ্ধবাজ লোক দুনিয়ার দুস্‌মন !

সাত বৎসরব্যাপী ইন্দোচীন যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে শান্তিপ্রিয় জনগণের মনে সারা দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের আশা হইয়াছে। যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্ত বিশ্বে অশান্তির বীজ ছড়াইয়া সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করিবার চক্রান্ত যাহারা করে, তাহারা মনুষ্যরূপে হিংস্র পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসী পার্লামেন্টে বিপুল ভোটাধিক্যে ইন্দোচীন মীমাংসা অনুমোদিত হইয়াছে। জেনেভায় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় এক কোন্দল-প্রিয় কতিপয় মার্কিন প্রধান ছাড়া আমেরিকার সৈন্যগণও আনন্দিত। মানুষ শুধু শুধু অন্যের পররাজ্য হরণের স্পৃহা সফল করিবার জন্য নিজের কাঁচা মাথা দিবার ইচ্ছা যে করে না ইহা স্বাভাবিক। আমেরিকা এই শান্তি চুক্তিতে বেশ বুঝিয়াছে যে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা তাহাদিগকে বাদ দিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে পারে তবে মার্কিনের তোয়াক্কা বড় একটা করিবে না এটা তাহারা বেশ অনুভব করিয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা বানচাল করিতে আমেরিকা কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধের পুলক এটম্‌ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমায় আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভরসা "ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ"। যাহারা যুদ্ধ জীয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ করিতে চায়, তাহারা পৃথিবীর শত্রু। সকলেই ইহাদের ধ্বংস কামনা করে। দশ মুখে জয় আর দশ মুখে ক্ষয়!

কলির পূর্ণ আয়ু

জঙ্গিপুর মহকুমার সুতী থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামের পিয়ারীলাল মণ্ডলের স্ত্রী মোহিনী মণ্ডলানী কয়েকদিন হইল ১১৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডলের বয়স বর্ত্তমানে ৯৬ বৎসর। তাঁহার স্বামী ১০ বৎসর পূর্ব্বে ১১৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কলিকালে মানুষের পূর্ণ আয়ু ১২০ বৎসর। ইঁহারা প্রায় পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সপ্তাহ মধ্যে তিন দোকানে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ সহরে ৫নং ওয়ার্ডে এক সপ্তাহের মধ্যে দরবেশপাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ শ্রীকালীপদ দত্তের চাউলের আড়তের তালা খুলিয়া হাতবাক্স ভাঙ্গিয়া চোরে নগদ ও রেজকীতে ৪৬৲ টাকা, চাউলপটীর শ্রীপরমেশ পাণ্ডের চাউলের দোকানের তালা খুলিয়া হাতবাক্স হইতে আন্দাজ ১৪৲ টাকার রেজকী ও পয়সা লইয়া গিয়াছে। শ্রীবসন্তকুমার সেনের চাউলের আড়ত ঘরের তালা খুলিয়া ঘর ফাঁকা দেখিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে।

চাটার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টস্ পরীক্ষায় সাফল্য

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় প্রবীণ সহকারী প্রধান শিক্ষক বৈদড়া নিবাসী শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী, বি-এ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকমলাপতি চক্রবর্ত্তী, বি-এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, কম, চাটার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সাফল্য লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বৃষ্টি

গত সোমবার দ্বিপ্রহরের পর হইতে এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মঙ্গলবার সকাল হইতে উহা বন্ধ ছিল। পুনরায় দ্বিপ্রহর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অবিরাম ধারায় বর্ষিত হইতেছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বেকার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক

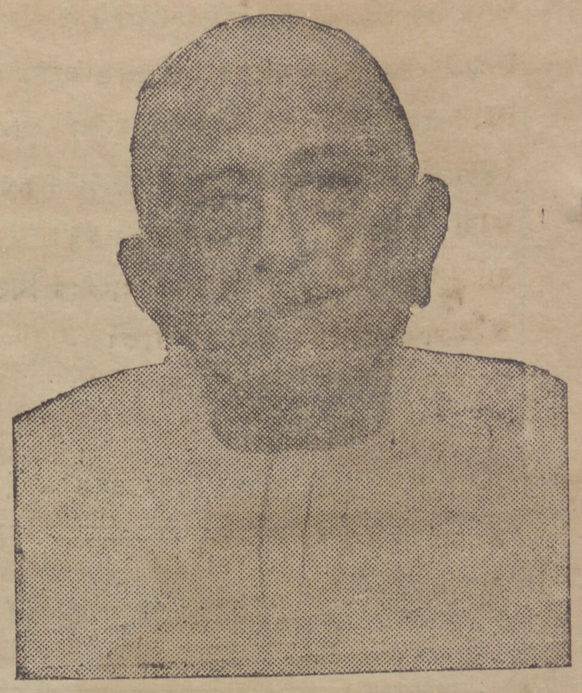

শ্রীলালবিহারী দাস

(তাঁহার বর্ত্তমান আলোক-চিত্রটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধেন্দুকুমার দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ফরিদপুর জেলার লোনসিং নামক সমৃদ্ধ গ্রামে শ্রীলালবিহারী দাস মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গত ৺প্রাণকুমার দাস মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার শাসক ছিলেন। তাঁহার পিতামহ স্বর্গত ৺অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের বংশের মধ্যে আরও অনেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাড়ীকে লোকে ডেপুটি বাড়ী বলিত।

লালবিহারী বাবু ১৯১৬ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসক ৺অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে জঙ্গিপুর মহকুমার শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তখন আমাদের জঙ্গিপুর সংবাদের বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ প্রবল মাত্রায় চলিতেছে। মাঝে মাঝে অল্প সময় অন্তর বিভাগীয় কমিশনার সাহেব সৈন্য সংগ্রহ ও সমরঋণ সংগ্রহের জন্য সদলবলে মহকুমার প্রধান স্থানে শুভাগমন করিতেছেন। চাউলের দর টাকায় ৵৭ সেরে নামিয়াছে। গরীব দুঃখীরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। বিশেষতঃ সেই সময়ে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী, জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রভুত্ব লইয়া মহা গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। এই অবস্থায় তিনি মহকুমার ভার গ্রহণ করিলেন।

ফরিদপুর জেলার কোড়কদি নিবাসী শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় তখন চৌকী জঙ্গিপুরের দেওয়ানী আদালতের প্রথম মুন্সেফ।

শাসন বিভাগে ইহার কোন দায়িত্ব না থাকিলেও অনঙ্গবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনহিতকর কার্য্যে এবং নিরন্নের অন্ন সংগ্রহে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। আজ তিনি পরলোকে। আমরা জঙ্গিপুর মহকুমার হিতার্থে যে সমস্ত রাজপুরুষ কায়মনোবাক্যে অকপটে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান আলোক চিত্রসহ বর্ণনার সংকল্প করিলেও আগামী সপ্তাহে ৺অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের সচিত্র সংক্ষিপ্ত কার্য্যাবলী বর্ণনা করিব।

শ্রীলালবিহারী বাবুর সহিত অনঙ্গ বাবুর খুব সৌহার্দ্দ্য, বিশেষতঃ লোকহিতকর কার্য্যে উভয়ে সমান ব্রতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। উভয়ের সহধর্ম্মিণীও যেন স্বামীর সহকর্ম্মিণীরূপে রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষার জন্য অভিমান বা মর্য্যাদা-বোধ ত্যাগ করিয়া দ্বারস্থা হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে হাকিম-দের গৃহিণীদের ভিক্ষা করিতে স্থানীয় অধিবাসীরা কখন দেখেন নাই, কাজেই সকলেই তাঁহাদের ব্যবহারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও ইঁহাদের অনুগামিনী হওয়া গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা না বলিয়া থাকা যায় না। জঙ্গিপুর বারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনমান্য মিউনিসিপ্যালিটীর চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া চেয়ারম্যান স্বর্গত ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের অন্দরে এই ভিক্ষার্থি-নীরা প্রবেশ করিবামাত্র, স্বর্গীয় দাতার পুত্রবধূ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। তখনকার অবস্থার উপযুক্ত সামান্য অর্থ অতীব লজ্জার সহিত তাঁহাদের অর্পণ করিয়া সঙ্কুচিতভাবে তাঁহাদের বিদায় দিবার পর, তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ৺রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বউ-মা, এঁরা কে? কি জন্য এসেছিলেন? বউমা বলিলেন, দেশে লোক খেতে পাচ্ছে না, তাই ডেপুটী বাবু ও মুন্সেফ বাবুর পত্নীরা সাহায্যের জন্য সকলের দ্বারস্থ হইয়াছেন। গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দিলে মা? বউ-মা বলিলেন—কাছে যা ছিল তাই দিলাম, ৫৲ টাকা দিলাম মা। গিন্নীমা সজোরে কপালে করাঘাত করিয়া, হা হুতাশ, করিয়া বলিলেন —বউ-মা, পয়সা নাই ঠিক, কিন্তু আমার কাছে তাঁর দেওয়া ১০ ভরির এক গাছা মালা তো আছে। সে গাছা নিয়ে দিলে না কেন মা!

ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এই কুক্ষণেই জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর দেবদুর্লভ সিংহাসন লইয়া দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কূটবুদ্ধি ও চাতুর্য্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া, সহরময় অশান্তির নোংরামি ছড়ান হইতেছে। মহকুমা শাসকের আসনে লালবিহারী বাবু ধীর, স্থির, শান্ত, অচল, অটল ও পক্ষপাতশূন্য ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। তখন নির্ব্বাচিত কমিশনার বাদে সরকার হইতে ৬ জন কমিশনার মনোনীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই মনো-নয়নের জন্য মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও মহকুমা শাসক উভয়ে নামের তালিকা প্রেরণ করিতেন। কে কোন্ কোন্ নাম পাঠাইয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। গেজেটে নাম দেখিয়া হাকিম বাবু সময় সময় অবাক হইয়া যাইতেন। তাঁহার প্রেরিত নামের মধ্যে মাত্র ২।৩টী মনোনয়নে স্থান পাইয়া-ছেন। শোনা গিয়াছিল এবারও লালবিহারী বাবু অবাক না হইয়া পারেন নাই। কলিকাতা গেজেটে (৯-১-১৯১৯) মনোনীত কমিশনারগণের নাম বাহির হইয়াছিল— (১) সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (এক্স্ অফিসিও) (২) মৌলভী রাইনউদ্দীন আহাম্মদ (৩) শ্রীশচীনন্দন দে, (৪) মৌলভী সৈয়দ আবুল ফজল, (৫) মুন্সী মহাম্মদ ইউসফ, (৬) মুন্সী মহাম্মদ ঈশা খাঁ।

মনোনীত কমিশনরগণের নাম বাহির হওয়ার পর জঙ্গিপুর বারের উকীল শ্রীআশুতোষ সরকার এম, এ, বি, এল তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত চেয়ারম্যানী সংখ্যাধিক ভোটে পাইবেন, সকলেই এই অনুমান করিয়াছিল—এবার আশুবাবুই চেয়ার-ম্যান হইবেন। তাঁহার বিপক্ষদলও সেই আশঙ্কা করিয়া এক বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়া বসিলেন—মনোনীত সভ্য সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচনের দিন (১০-২-১৯১৯) প্রেসিডেন্টের আসন লাভ করিলেন। চিরদিন এক এক পক্ষে এক এক জনের নাম প্রস্তাবিত হয় ও ভোট গৃহীত হয়। যাঁর ভোট বেশী হয় তিনিই চেয়ারম্যান হন। এ সভায় (১) এক পক্ষ প্রস্তাব করিল আশু বাবুকে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করা হউক। অপর পক্ষে প্রস্তাব হইল (২) বর্ত্তমান সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী দাস মহাশয়কে (ইনি নূতন বোর্ডের কমিশনার নহেন, তবুও) নূতন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক। ১৮ জন কমিশনর মধ্যে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ১ জন সভ্য স্বীয় ভোট 'রিজার্ভ' রাখিলেন, বাকি ১৬ জনের মধ্যে আশুবাবুকে চেয়ারম্যান করার পক্ষে মাত্র ৫ জন এবং লালবিহারী বাবুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করার পক্ষে ১১ জন ভোট দিয়াছেন। ফলে আশুবাবু যিনি কখনও তাঁর বিপক্ষতা করিবেন না বা করিবার অধিকার যাঁর নাই তাঁরই কাছে পরাস্ত হইলেন। বলিহারী প্যাঁচ। বলিহারী চাল। এ চালে চাণক্য বাঁচিয়া থাকিলে হার মানিতেন। তারপর ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের পালা আসিল। অনেক তর্কাতর্কির পর অধিকাংশের মতে ভাইস্-চেয়ারম্যানের নির্ব্বাচন করাই স্থির হইল। বিনা প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই ঘটনার পর লালবিহারী বাবু "জঙ্গিপুর সংবাদের" সম্পাদককে বলিয়াছিলেন "জঙ্গিপুর সংবাদের" সম্পাদকীয় মতামত এবার দেখা যাইবে কি রকম হয়। কারণ সম্পাদক আশু বাবুর বিপক্ষ দলের বলিয়া সকলে অনুমান করিতেন। জঙ্গিপুর সংবাদ (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯) লিখিল— "আশু বাবু একজন এম, এ, বি, এল যুবক উকীল। তিনি যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানী করিবার অনুপযুক্ত একথা আমরা স্বীকার করি না। তিনি ছাড়া আরও তো শিক্ষিত কমিশনর আছেন। তবে লালবিহারী বাবুর সর্ব্বজনপ্রিয়তাই কি তাঁহার নিয়োগ জন্য গভর্ণমেণ্টকে উপরোধের কারণ?

মিউনিসিপ্যালিটীরূপ স্বায়ত্বশাসন কমিটি তাঁহাদের বোর্ডের মধ্য হইতেই চিরদিন চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এবারে চেয়ারম্যানের জন্য স্বায়ত্বের বাহিরে যাইতে হইল কিসের অভাবে? কি দুঃখে—

"ঘর কৈলা বাহির, বাহির কৈলা ঘর।
পর কৈলা আপনা, আপনা কৈলা পর॥"

যতক্ষণ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া এই নির্ব্বাচন রহস্য কেহ বুঝাইয়া না দিবেন ততক্ষণ আমরা ইহার প্রশংসা করিতে পারিব না। আর যদি সত্য সত্যই বর্ত্তমান বোর্ডের সভ্যগণ আপনাদের অযোগ্যতা বুঝিতে পারিয়া সরলভাবে গভর্ণমেণ্টকে যোগ্য চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি—"হে সরকার বাহাদুর! করদাতাগণের নির্ব্বাচিত এবং তোমার মনোনীত কমিশনরগণ কেহই চেয়ারম্যানের উপযুক্ত নহেন। তুমি যেমন মুরুব্বিহীন নাবালকের এষ্টেট রক্ষার্থে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ নিযুক্ত কর, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটীর "ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে" নির্ব্বাচিত কমিশনর মহাশয়দিগকেও 'ওয়ার্ড' ভাবিয়া একটি মুরুব্বি দাও! আমরা জঙ্গিপুরবাসী আর আমাদের যোগ্যতার দোহাই দিয়া কখনও স্বায়ত্ব শাসন বা হোমরুলের জন্য তোমার কান ঝালাপালা করিব না।"

যথাসময়ে লালবিহারী বাবু যে-মুরুব্বি মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবার জন্য সরকারী নির্দ্দেশ পাইলেন। তখন মহকুমা শাসকের স্কন্ধে ছিল—আফগারী, ইন্‌কমট্যাক্স তার উপরে এই জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভার লইতে হইল লালবিহারী বাবুকে। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি সহরে মেথরের কাজ দেখিতে বাহির হইতেন। এত কাজের চাপেও তাঁহার হাস্যবদন ছাড়া বিষণ্ণ বা গম্ভীর মুখ কেহ দেখেন নাই। একদিন চাউলপটিতে আমাদের ছাপাখানার বিপরীত দিকের নর্দ্দমা সাফ করাইতেছেন এমন সময়ে এক চাউলের আড়তদার অবধূত দত্ত মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন "হুজুর একটি গাই কিনিবেন শুনিয়াছি, আমার গাইটি তিন সের করিয়া দুধ দেয়, যদি পচ্ছন্দ হয় তবে একবার দেখুন। আমি আজি গাইটি বেচিব। আগামী কাল আমার ইন্‌কমট্যাক্স দিবার শেষ দিন। (তখন ইন্‌কমট্যাক্স একবার যাকে স্পর্শ করিত তার আয় হউক আর নাই হউক, ইন্‌কমট্যাক্স দিতেই হইত।) সহৃদয় লালবিহারী বাবু এই চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধকে আর তার ক্ষুদ্র আড়তখানি দেখিয়া বলিলেন—আপনাকে গাই বেচিতে হইবে না। আজি আপনাকে ট্যাক্সের দায়ে অব্যাহতি দিব।

মহকুমা হাকিমই জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এই সময়ে স্কুলের সম্পাদকত্ব লইয়া ঘোর ভুতোভুতি কাণ্ড দেখিয়া শান্তিপ্রিয় লালবিহারী বাবু উক্ত স্কুলের প্রেসিডেণ্ট পদ পরিত্যাগ করেন। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ৩নং ফৌজদারী মোকদ্দমা জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে দাখিল হয়। ১নং মামলা বাদী শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় হেড মাষ্টার আসামী ১নং তারিণীপ্রসাদ ধর (মেম্বর) (২) কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (তারিণীবাবুর কর্ম্মচারী) (৩) মথুরা সিং (ঐ জমাদার) (৪) অজ্ঞাতনামা পশ্চিমে বরকন্দাজ। দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৭, ৪৪৮, ৩৫২, ৫০৪ ও ৫০৬ ধারা মতে অপরাধের নালিশ ও আসামী তলব হয়।

২নং মামলা—বাদী মৌঃ বকুসার রহমান (পার্শিয়ান টিচার) আসামী—নীলরতন বড়াল, সেক্রেটারী ৫০৪ ধারায় আসামী তলব হয়।

৩নং মামলা—বাদী কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী—শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার আরও দুইজন শিক্ষক ও কতিপয় ছাত্র। বাদীকে মারপিট ইত্যাদির অভিযোগ। প্রথম দুই মামলার বিচারের পর এই মামলার বিচার হইবার আদেশ হয়।

শান্তিপ্রিয় লালবিহারী বাবু নোংরামির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য স্কুলের প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করিলে কি হইবে! দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"ভূতের ভয়ে চড়লাম গাছে
ভূত বলে মুই পেলাম কাছে।"

এই সব নোংড়া মামলা তাঁহার আদালতে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাওয়া করিল। শান্তিপ্রিয়কে শান্তি দিবার ব্যবস্থা ভগবানই করেন। মুর্শিদাবাদের গৌরব স্বনামধন্য রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহ করিবার ও জেলা বোর্ডের কার্য্যাদি পরিদর্শন জন্য জঙ্গিপুরে আশায় বিবদমান পক্ষদ্বয় তাঁহার হাতে বিচারভার দিলেন। তাঁহার বিচারে প্রথম মুন্সেফ বাবু অনঙ্গ লাহিড়ী মহাশয় স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ও ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী হইলেন। লালবিহারীবাবুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

এই স্বভাব ও প্রবৃত্তি লইয়া লালবিহারী বাবু মহা বিপদে ভগবানের করুণা লাভ করিয়াছেন। তাহার জলন্ত প্রমাণ আছে। একদিন তিনি সরকারী কাজে মফঃস্বলে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধেন্দুকুমার (গোপাল) তাহার টমটম জুড়িয়া পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে ছোট ছোট ভাইদের লইয়া মির্জ্জাপুরের রাস্তায় ভ্রমণে চলিল। মাইল দুই যাইয়া ঘোড়াটি ভড়কাইয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বন্যাপ্লাবিত নিম্নভূমিতে টমটমসহ পড়িয়া যায়। বালকেরা সামান্য আঘাত পাইয়া রক্ষা পায় কিন্তু ঘোড়াটি ডুবিয়া মরিয়া যায়। লোকে বলাবলি করিয়াছে লালবিহারীবাবুর উপর দশের শুভেচ্ছা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদে ছেলেরা বাঁচিয়া গিয়াছে। লালবিহারী বাবু অবসর সময়ে জঙ্গিপুরের যন্ত্রী ইয়াকুব ওস্তাদকে ডাকাইয়া গান বাজনার আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতামহ, পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পদ মর্য্যাদা তাঁহাকে গর্ব্বিত বা দাম্ভিক করিতে পারে নাই। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় ডোভার লেনে বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শাঁখা সিন্দুর শোভিতা হইয়া স্বামী পুত্রের সম্মুখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। লালবিহারী বাবুর ৫ পুত্র (১) শ্রীসুধেন্দুকুমার (২) শ্রীঅমলেন্দুকুমার (৩) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার (৪) শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার (৫) শ্রীজ্যোতিরিন্দুকুমার ও এক কন্যা বর্ত্তমান। পাকিস্থান হওয়ার পর তাঁহার পিতামহের নির্ম্মিত লোনসিঙের বিরাট বাড়ী আর যাইবার আকাঙ্ক্ষা তিনি রাখেন না। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর। স্বাস্থ্য ভালই আছে। আর আছে তাঁহার মুখে শিশুসুলভ সরল হাসি। বাড়ীতে কেহ পরিচিত গেলে মিষ্টিমুখ না করিয়া ফিরিবার উপায় নাই। আমরা তাঁহার মানুষের পূর্ণ আয়ুলাভ কামনা করি। আগামী সপ্তাহে ৺অনঙ্গমোহন বাবুর সহিত তাঁহার সৎকার্য্যাদি বর্ণনা করিব।

Notice.

Applications are invited from the intending candidates for re-settlement of the Country Spirit Shop at Khagra in Sadar Circle of this district.

Applications should contain the following particulars and should reach the undersigned on or before 20th August 1954 Applications must have a court fee stamp of annas twelve affixed on it. Candidates praying for re-settlement of the shop must be solvent and in a position to run the shop smoothly without borrowing from others.

Further particulars will be available in Excise Office Berhampore during office hours.

Sd/- G. Halder.
for Collector of Murshidabad.
20.7.54.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৫৪২ থাং ডিঃ শিবরাণী দেবী দেং পঙ্কজকুমার সাহা দিং দাবি ১২৮॥৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ৩-৫৯ শতকের কাত ৩২॥৶২ আঃ ২৫৲ খং ১৮৪ রায়ত স্থিতিবান।

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১০৮ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দাবি ৪৭॥৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ১-৪০ শতকের কাত ৯৲ আঃ ১০৲ খং ৭০০

৫৮৯ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং সুধীররঞ্জন ধর দিং দাবি ১০৮৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকন্দরা ১০-৮০ শতকের কাত নিজাংশে ১২৸৶৩ আঃ ৮৫৲ খং ১৩৬৯

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

১৬১ থাং ডিঃ সীমা দেবী দেং ইন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ২৬॥৶৯ থানা সুতি মৌজে নাজিরপুর ২-৮৩ শতকের কাত ২৸/৬ আঃ ৫৲ খং ১২১

১৮১ থাং ডিঃ রাধারাণী দাসী দেং যদুনন্দন দাস দিং দাবি ১০৪/০ থানা সুতি মৌজে ফরিদপুর ১৮-৮৮ শতকের কাত ২৭৲ আঃ ৩০৲ খং ১২, ১৮, ১৫, ৫২, ৩৪৩

১৫৩ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং অম্বিকা রায় দিং দাবি ৫২/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামেশ্বরপুর ১-৭৫ শতকের কাত ২॥৵৪ পাই খং ৩২৩

১৫৪ থাং ডিঃ ঐ দেং করিম সেখ দিং দাবি ৪৪॥৶০ থানা ঐ মৌজে পানানগর ৩৫ শতকের কাত নিজাংশে ১/৮ পাই আঃ ২৫৲ খং ১৫

১৫৫ থাং ডিঃ ঐ দেং সুন্দরলাল দাস দিং দাবি ৫০৸০ থানা ঐ মৌজে সেকন্দরা ১-৩৮ শতকের কাত ৯॥৶৬ আঃ ২৫৲ খং ৭১৩

১৫৬ থাং ডিঃ ঐ দেং পশুপতি রায় দিং দাবি ৫৭৸৯ থানা ঐ মৌজে মিঠিপুর ও রামেশ্বরপুর ৪৫, ৫০ শতকের কাত নিজাংশে ১৵৪ আঃ ২০৲ খং ৬৮৩, ৩৪১

১৮০ থাং ডিঃ সাজিরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ১৮॥/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৫৭ শতকের কাত ২৸৶/১০ আঃ ১০৲ খং ১৯৫ রায়ত স্থিতিবান।

২৫৯ থাং ডিঃ সেঃ ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং মনোভাবিনী দাসী দাবি ৩৫॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঁকুড়িয়া ১-৫১ শতকের কাত ১১।৵৮ আঃ ২০৲ খং ৯০ রায়ত স্থিতিবান।

২৬২ থাং ডিঃ হরিহর ঘোষাল দেং গোবিন্দ নারায়ণ ঘোষাল দাবি ১২।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১০ শতকের কাত ॥/৩ পাই আঃ ১২৲ খং ৫৮১

২৬৩ থাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দাবি ২৬১।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে লালখাঁর দিয়াড় ১০-৫০ শতকের কাত ৩৫।৶০ আঃ ৫০৲ খং ৯৪

২৬৪ থাং ডিঃ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বড়াল দেং মায়ারাণী দেবী দাবি ২৭৸৶৯ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ।০ কাঠার কাত ৫৲ আঃ ১০৲ খং ৫৭৫

২৬৫ থাং ডিঃ জিল্লার রহমান মিঞা দেং ইয়াসিন সেখ দাবি ৫১॥৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হবিপুর ২ একরের কাত ৭॥৶০ আঃ ২০৲ খং ১৫৮

২৬৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ইয়াসিন সেখ দিং দাবি ১৩.৯ মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ১/৩ আঃ ৫৲ খং ৮১

২৬৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০/০ মৌজাদি ঐ ৮০ শতকের কাত ২।৵০ আঃ ১০৲ খং ৭৯

২৬৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৸৶৬ মৌজাদি ঐ ৭৭ শতকের কাত ১॥৶১৬॥০ আঃ ৫৲ খং ৮০

২৬৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৸৶৯ মৌজাদি ঐ ১-২৯ শতকের কাত ৩॥/১৮ আঃ ১৫৲ খং ৭৮

২৭২ থাং ডিঃ সেবাইত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী দেং আপসার সেখ নাবালক পক্ষে অলি ভগ্নী অশো বিবি দাবি ১৭৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ১৩ শতকের কাত ১।০ আঃ ৬৲ খং ৮৫৬ রায়ত স্থিতিবান।

২৭৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩।৵৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ।৵০ আঃ ৪৲ খং ৮৬৫ রায়ত স্থিতিবান।

২৭৪ থাং ডিঃ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী দেং ঐ দাবি ১৩৸৵৯ মৌজাদি ঐ ২ শতকের কাত ।০ আঃ ৪৲ খং ৮৩৩ রায়ত স্থিতিবান।

২৭৫ থাং ডিঃ সুধীরকুমার সরকার দিং দেং বিমলবরণী দেবী দাবি ২৮৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ওসমানপুর ৮ শতকের কাত ৩.০ আঃ ১৫৲ খং ৩৬৮ ও ৩৬৯ মধ্যে।

২৪ থাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং চমৎকার দাস দিং দাবি ২১৸৵৩ থানা সুতি মৌজে হাজিপুর ১-২৯ শতকের কাত ১৸৶৬ আঃ ৫৲

৩৭৬ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার বাগচী দিং দেং জানমহম্মদ বিশ্বাস দিং দাবি ২৫৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১ একরের কাত ২॥৬ পাই আঃ ১০৲ খং ৪৫৪ কোর্ফা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট দেশাচার অনুসারে

৩৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং করম সেখ দাবি ১২।৩ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ॥/৫ আঃ ৫৲ খং ৪৫৯ ঐ স্বত্ব

২৯১ থাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং রাজপতি কুণ্ডর দিং দাবি ৮৯॥/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া কিশমত ৩-৪১ শতকের কাত ১৩।৵০ আঃ ৫০৲ খং ১০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩৭৩ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ১৪॥/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাঁচনপাড়া ৪৪ শতকের কাত ॥১০ পাই আঃ ৫০৲ খং ২৯৭

৩৭৪ থাং ডিঃ ঐ দেং শান্তিসুধা দাসী দাবি ৩৫৸৵৬ মৌজাদি ঐ ১-১৮ শতকের কাত ৫৵০ আঃ ২০৲ খং ২৩৭

৩৭৫ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ২২৹৩ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ২।০ আঃ ১০৲ খং ৩০৩

১৭২ থাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং খেতাবুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ৬৮॥৶০ থানা সুতী মৌজে হাজিপুর ২-৮৭ শতকের কাত ১৫৸০ নিজাংশে ২॥৵০ আঃ ১৫৲ খং ৯২

১৮ অন্য ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষাল দাবি ১২॥/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেগুা জামুয়ার ৬৯ শতকের কাত ৩।৵০ আঃ ১০০৲ খং ৪৬৪ রায়ত স্থিতিবান

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।